দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 23 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

বিভিন্ন ধারার শিক্ষা কার্যক্রমকে ডিগ্রীর মান দেয়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত

–ঢাবি শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার দেশের বিভিন্ন ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের ডিগ্রীর সমমান প্রদান সংক্রান্ত যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তাতে আমরা বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। সরকারের এ ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির সমতা আনয়ন, সংস্কার, পরিমার্জন, সংযোজন, সংশোধন প্রভৃতি সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এতদবিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ স্বীকৃতির ঘোষণা ঃ ১১ দল

গতকাল (মঙ্গলবার) ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১১ দলের পরিচালনা পরিষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দানের ঘোষণাকে রাজনৈতিক ও দেশের আলেম-ওলামাদের খুশী করে নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করার হীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, বিগত নির্বাচনের পূর্বেও বেগম জিয়া বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়া, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনের সরকার প্রদত্ত অর্থের বাকি ১০ শতাংশ দেয়ার অঙ্গিকার করেছিলেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সরকার ঘোষিত এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক ও একাডেমিক পর্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের পূর্বে এ ব্যাপারে আর কোন পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হয়।

সভায় ১১ দলের সমন্বয়ক আলহাজ আব্দুস সামাদ, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নুরুল ইসলাম, গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও মুফিজুল ইসলাম খান কামাল, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের অসিত বরণ রায়, সাম্যবাদী দলের হারুন চৌধুরী প্রমুখ